১৬-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কেবল বাবাই সদগুরু রূপে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কোনো শরীরধারী এইরকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেনা।"

প্রশ্নঃ- তোমরা বাচ্চারা এখন যে সকল কথা শুনছ, তার সমাপ্তি কবে হবে?

উত্তরঃ- যখন তোমরা ফরিস্তা (পরী) হয়ে যাবে। এই কথা পতিতদেরকে শোনানো হয়। যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই সকল কথার আর প্রয়োজন নেই। তাই সূক্ষ্মবতনে শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছে - এটা বললে ভুল বলা হয়।

প্রশ্নঃ- শিববাবার মহিমাতে কোন্ কথাটা ঠিক এবং কোনটা ভুল?

উত্তরঃ- শিববাবাকে অভোক্তা, অচিন্তক এবং করন করাবনহার বললে ঠিক বলা হয়। কিন্তু তাঁকে অকর্তা বলা ঠিক নয়। কারণ তিনি পতিতদেরকে পবিত্র বানান।

গীতঃ- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এই ধরিত্রীতে তুমি এসো.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এইভাবে চিৎকার করে ডাকছে যে বাবা, তুমি এসো। আমরা পুনরায় রাবণ রাজ্যে দুঃখী হয়ে গেছি। পুনরায় মায়ার ছায়া পড়েছে, অর্থাৎ ৫ বিকার রূপী রাবণ আমাদেরকে অনেক দুঃখী করেছে। প্রত্যুত্তরে বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এটা তো আমার কর্তব্য। যখন ভারতবাসী একেবারে ভ্রষ্টাচারী, দুঃখী হয়ে যায় তখন তিনি নিশ্চয়ই এখানে এসেই বাচ্চাদেরকে এই কথা বলেন। সদগতির জন্য তারা কত গুরু করে। কিন্তু ওইসব গুরুরা তো কারোর সদগতি করতে পারেনা। কেবল প্রভুই সকল দৃষ্টিহীনের সহায়। প্রথমে পিতা জন্ম দেন অর্থাৎ দত্তক নেন, তারপরে গুরু সদগতি করেন। এখন কোনও বাবা নেই, আর কেউ সদগতিও করেনা। তোমরা এখন বলছ যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বাবা এবং সদগুরু। একমাত্র তাঁকেই সদ্গুরু এবং সত্য পিতা বলা যায়। তিনি হলেন সত্যিকারের পিতা, তাঁকে পরম (সুপ্রীম) বলা হয়। তিনি আবার সৎগুরুও - নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আর কোনো গুরু কখনও এইভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়না যে আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তারা তো কিছুই জানে না। এইগুলো সব নতুন কথা। তোমরা যখন একে দেখ তখন বুদ্ধির দ্বারা শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনিই হলেন পিতা, শিক্ষক এবং গুরু। মানুষ যখন কোনো গুরু অথবা শিক্ষক নেয় তখন তার শরীরকেই দেখে। আত্মাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপ-দেশে যায়। কিন্তু বাবা তো একজনই এবং তিনি একবারই আসেন। তিনি পূনর্জন্ম নেন না। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখনই সে কথা বলে। তোমরা বাচ্চারা বাবার মহিমার গায়ন কর যে তিনি নিরাকার, কখনও সাকার শরীর নেন না। শিববাবার তো নিজের কোনও শরীর নেই। কিন্তু তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সৎগুরু। তিনি আমাদের বাবা, আবার তিনিই রাজযোগ শেখান। যিনি ব্রহ্মান্ডের, সমগ্র বিশ্বের মালিক, তিনিই তো স্বর্গের মালিক বানাবেন। কোনো শরীরধারী তো বানাতে পারবেনা। কেবল বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ বাবাকে জানেনা। তোমরা বল যে

আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান। তখন দুনিয়ার মানুষ বলবে যে এটা তো কোনো শাস্ত্রে নেই যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কোনো শরীরের মধ্যে আসেন। কিন্তু শিব জয়ন্তীর গায়ন তো আছে। গীতেও বলা হয় রূপ পরিবর্তন করে এসো। তাহলে তিনি কোন শরীর, কোন রূপে এসেছেন? এটা তো তোমাদের কর্ম বন্ধনের শরীর। ভালো কর্ম করলে ভালো পদ এবং খারাপ কর্ম করলে খারাপ পদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জন্য এইরকম বলা হবে না। মানুষ তো পূনর্জন্ম নেয় কিন্তু বাবা পূনর্জন্ম নেন না। তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেছেন। বলা হয় যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। কিন্তু শিববাবা তো নিরাকার, তিনি ব্রহ্মার দ্বারা কিভাবে স্থাপন করেন? তিনি কি উপর থেকেই প্রেরণা দেন? তিনি যদি পতিত দুনিয়াতে আসেন তাহলে তিনি কেমন শরীরে এসে রাজযোগ শেখাবেন? তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এখন এসে গেছেন, আমরা তাঁর কথাই শুনছি। তিনি এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা জ্ঞান শোনান। বাকি দুনিয়ার সবাই তো শরীরধারী গুরুর নাম বলবে। তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের বাবা। প্রথমে তো একজন পিতার প্রয়োজন যিনি জন্ম দেবেন। শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন। বিকারের দ্বারা প্রজাপিতার এত সন্তান হওয়া সম্ভব নয়। প্রজাপিতার তো অনেক সন্তান। ব্রাহ্মণকূল অনেক বড়, এই ব্রাহ্মণরাই দেবতা হয়। যখন দেবতা হয়ে যাবে তখন আর দত্তক নেওয়া হবে না। দত্তক এখনই নেওয়া হয়। এখন কতো কতো ব্রাহ্মণ।

বাচ্চারা জানে যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি। তিনিই জ্ঞানের সাগর। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেই এই জ্ঞান শোনাই। আমার তো নিজের কোনও শরীর নেই। শিবজয়ন্তী পালন করে, কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন সেটা কেউ জানেনা। শিবরাত্রি বলা হয়। কৃষ্ণের জন্মও তো রাত্রিতে দেখানো হয়। শিবজয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণের জন্ম হয়। শিবের জন্ম হয় সঙ্গমযুগে। ব্রহ্মার রাত্রি সমাপ্ত হয়ে পুনরায় দিনের শুরু হয়। দিন রাত্রির এই সঙ্গমেই বাবা আসেন। এটা হল বেহদের রাত্রি, আর ওটা হদের রাত্রি। অর্ধেক কল্প দিন এবং অর্ধেক কল্প রাত্রি। ভক্তিমার্গে তো কেবল ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবানকে পাওয়া না গেলে তাকে তো অন্ধকারই বলা হবে। একেবারেই বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে। গায়ন করে যে পরমপিতা পরমাত্মা ওপরে আছেন। তারপর এটাও বলে যে তীর্থযাত্রা করলে কিংবা দান-পূণ্য করলেও ভগবানকে পাওয়া যাবে। কতদিন ধরে তোমরা ধাক্কা খেয়েছ। অনেক মতামত থাকার কারণে একে ব্রহ্মার রাত বলা হয়। ধাক্কা খেতে খেতে দুর্গতি হয় এবং পাপ আত্মা হয়ে যায়। বিকারের দ্বারা জন্ম হওয়া আত্মাদেরকেই পাপ আত্মা বলা হয়। তোমরা তো এইরকম বলবে না যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিকারের দ্বারা হয়েছে। না, সে তো যোগবলের দ্বারা জন্মগ্রহণ করবে। এইসকল কথা তোমরা ভারতবাসীরা এবং গৃহস্থরাই জানো। সন্ন্যাসীরা এইগুলো জানেও না আর মানেও না।

বাবা বলছেন - প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গে ছিলে। তারপর পূনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছ। ভারত পবিত্র ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল। ওখানে শান্তি ছিল। শান্তিধাম বা নির্বাণধামে তো শান্তি থাকেই, কিন্তু স্বর্গেও তোমরা শান্তির উত্তরাধিকার পাবে। তাই ওখানেও কখনও অশান্তি হয়না। একে অপরকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করে না। কেউ কাউকে দুঃখ দেবেনা। এখানে তো সন্তানরাই বাবা-মাকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করে দেয়। তোমরা এখন শান্তির সাগরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। ওখানে কোনও লড়াই ঝগড়া হবেনা। এখানেও তোমাদের অবস্থা ঐরকম হতে হবে। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য করা উচিত নয়। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় হতে হবে যে বেহদের

বাবা এসেছেন। তিনি আমাদেরকে দুঃখের দুনিয়া থেকে ঘরে নিয়ে যাবেন। সত্যযুগে তো বাবা আসেন না। এখানে এসে তিনি এই জানালা (চোখ) দিয়ে তোমাদেরকে দেখেন। এই আত্মাও (ব্রহ্মাবাবা) দেখে, তার সাথে শিববাবাও দেখেন। একই শরীরে দুটো আত্মা কিভাবে থাকতে পারে - মানুষ তো এটা মানবে না। অথচ তোমরা যখন ব্রাহ্মণভোজন করাও তখন পতি কিংবা পিতার আত্মাকে ডেকে আনো। সে এসে কথা বলে। এক্ষেত্রে তো একটা শরীরে দুটো আত্মা থাকে। কিন্তু বাবা বলেন, ওইসব আত্মারা এসে বসে যায়না। এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। বাবার নিজের কোনও শরীর নেই। কিন্তু তাঁর পক্ষে আসা তো সম্ভব, তাই না? ৫০০০ বছর আগেও আমি এইরকম বলেছিলাম যে আমি সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে, ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথে আসি। অবশ্যই মানুষের শরীরেই আসব, না কি ষাঁড়ের ওপর চড়ে আসব? সূক্ষ্মবতনে শঙ্করের সামনে ষাঁড় আসবে কোথা থেকে? যদি শঙ্করের কিংবা শঙ্কর-পার্বতীর পূজা করে তাহলে আমি সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। কিন্তু শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছে - এটা ঠিক নয়। শঙ্কর কেন কথা শোনাবে? সূক্ষ্মবতনে তো কথা শোনানোর কোনো দরকার নেই। তোমার ফরিস্তা হয়ে গেলে এই কথা শোনানো সমাপ্ত হবে। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই কথা শোনানো হয়। বাবা অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকে নিয়ে যান, সেখানে যাওয়ার মত যোগ্য বানান। সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। এটা হল মৃত্যুলোক। আজ বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শিববাবা কি স্নান করেন? বাচ্চারা বলেছে যে বাপদাদা স্নান করে। কিন্তু স্নান তো কেবল দাদা করেন। শিববাবা কেন স্নান করবেন! তিনি কি শৌচালয়ে যান যে স্নান করবেন। শিববাবা তো অভোক্তা। এইগুলো সব বোঝার ব্যাপার। ইনি কি অপবিত্র হয়ে যান যে স্নান করবেন। ইনি তো পতিতদেরকে পবিত্র করতেই আসেন। ইনি হলেন করন করাবনহার, অভোক্তা, অচিন্তক। কিন্তু তাঁকে অকর্তা বললে ভুল বলা হবে। তিনি তো করন করাবনহার, পতিতদেরকে পবিত্র বানান। (ব্রহ্মা বাবার কাশি হল) এর এই শরীর রূপী হারমোনিয়াম খারাপ হয়ে গেছে তো শিববাবা কি করবেন? তোমরা এইরকম বলতে পারনা যে শিববাবার হারমোনিয়াম খারাপ হয়ে গেছে। না, এই শরীর শিববাবার নয়, তিনি লোন নিয়েছেন। লোন নেওয়া জিনিস ভেঙে গেলে তো মালিকের জিনিসই ভাঙে। শিববাবা এই শরীরের মালিক নন। মালিক হলেন ব্রহ্মাবাবা। তিনি এটা ধার নিয়েছেন। এটাই হল ভাগ্যশালী রথ। কেবল একটাই ষাঁড়। একে আবার গোমুখও বলা হয়। *বাবা বলেন, কোনো কন্যাই অতটা হুশিয়ার নয়। কাউকে ওঠাতে হলে আমি বাচ্চাদের মধ্যে প্রবেশ করে ওঠাই*। পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে তো আসতেই হয়। তাই *কারো কল্যাণ করতে হলে বাচ্চাদের মধ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু বাচ্চারা কিছু বুঝতে পারবে না। যে শুনবে সে তার থেকে আরও এগিয়ে যাবে*। এইভাবে বাবার সহায়তা মেলে। এক তো তারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, আর দ্বিতীয় কথা হল বাবার দৃষ্টি পায়। বাবা বলেন, আমি প্রবেশ করতে পারি কিন্তু আমি সর্বব্যাপী নয়। আমাকে বহুরূপী কেন বলা হয়েছে? যে যার পূজা করে তাকে তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। সাক্ষাৎকার হলে এমনভাবে দেখে যেন সে সামনে এসে গেছে। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হলে দেখে যে বিষ্ণু চৈতন্য হয়ে গিয়ে, মাথায় হাত রাখছে। তখন বলে যে আমার চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হয়েছে। কিন্তু এতে লাভ কি? কিছুই না। কেবল অন্তরে খুশি হবে যে আমি ভগবানকে দর্শন করেছি। ভক্তিতে এইরকম দর্শন অনেক হয়। কিন্তু এর দ্বারা সদগতি হয়না। গায়ন করে যে সদগতি দাতা এবং পতিত-পাবন একজনই। সেটা বিষ্ণু হতে পারেনা। কারণ সে তো বাবা নয়। বাবা একজনই এবং তাঁর সন্তানও একজনই - প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু বা শংকরকে কখনও প্রজাপিতা বলা হবে না। প্রজাপিতা একজনই। তার দ্বারাই ব্রাহ্মণদের দত্তক নেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা আগে ব্রাহ্মন হই, তারপরে দেবতা হই। ব্রাহ্মণদের মালা সঠিকভাবে বানানো যাবে না কারণ অদল বদল

হতে থাকে। কেউ পড়ে যায়, আবার কেউ মরেও যায়। তখন কি করা হবে? তাদেরকে কি বের করে দেওয়া হবে? অন্তিমেই সঠিকভাবে রুদ্রমালা তৈরি হবে। এত মিষ্টি মিষ্টি কথা কেবল বাবাই শোনান। আর কেউ এইসব জানেনা। অনেকেই বলে, হে রাম, এই সংসার তো তৈরিই হয়নি। রামচন্দ্র তো এইখান থেকে প্রালব্ধ নিয়ে যায় এবং ত্রেতাযুগে গিয়ে রাজা হয়। সে কি এতটাই অজ্ঞানী যে বশিষ্ঠ তাকে এই জ্ঞান দেবে যে সংসার কখনও তৈরিই হয়নি। এইটা হল সৃষ্টিচক্র। সকলে প্রত্যেক কথাতেই বিভ্রান্ত। কেউ জানেওনা আর বুঝতেও পারেনা। শিববাবাকেই সরিয়ে দিয়েছে। শিবজয়ন্তী পালন করে কিন্তু কিছুই বোঝেনা। শ্রীকৃষ্ণই পতিত হয়ে যায়। বাবা সেই সময়েই আসেন যখন তাকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে হয়। শিব জয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। শিববাবা এসে রাজযোগ শেখান। কাদেরকে শেখান? ব্রাহ্মণদেরকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলীদেরকে। তারপর তারাই রাজা রানী হয়। শিববাবা চলে গেলে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব হবে। তাই বাবা কৃষ্ণকে এইরকম যোগ্য বানিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বাবার বদলে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। শিববাবা এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা এখন স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করছি। আরও অনেকে রাজকুমার রাজকুমারী হবে। সঙ্গমযুগ এবং সত্যযুগের কথা কেউ জানে না। আমি কল্পের সঙ্গমযুগেই আসি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ যুগে-যুগে বলে দিয়েছে। মোট চারটি যুগ। দ্বাপরের পর কলিযুগ আসে। তাহলে দ্বাপরযুগে এসে আমি কি করব? সবাইকেই অবরোহী কলাতে যেতে হবে। আমার পার্ট তখনই, যখন উত্তরণ কলা শুরু হয়। একেও তো নীচে নামতে হবে। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হবে। উঁচুর থেকেও উঁচু হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। তারপরে দেবতা, ক্ষত্রিয়.....। ভারতেই এইসকল বর্ণের গায়ন আছে। দুনিয়াতে বিরাট রূপের যে চিত্র বানায় সেটা থেকে ব্রাহ্মণদেরকে এবং শিবকে সরিয়ে দিয়েছে। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রতে নেই। শিববাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা কিভাবে প্রজাপিতা হবে? প্রথমে এইটা নিশ্চয় হতে হবে যে বরাবর ইনিই আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। বলা হয় যে সদগতিদাতা একজনই। কিন্তু তাঁর নাম-রূপ-দেশ-কাল জানেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) শান্তির সাগর বাবার কাছ থেকে শান্তির উত্তরাধিকার নিয়ে শান্তচিত্ত থাকতে হবে। কখনও কাউকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করা উচিত নয়। কখনও নুনজলের মতো হওয়া যাবে না।

২) বাবার সমান অন্ধদের লাঠি হাতে হবে। বাবার সাহায্য পাওয়ার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেবা করতে হবে।

*বরদান:- *প্রত্যেক খাজনাকে নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি কার্যে প্রয়োগ করে অনুভবী মূর্ত হও।*

অন্তর্লীন করার শক্তিকে ধারণ করে সকল খাজনাতে সম্পন্ন হয়ে সেটা নিজের কোনও কাজে বা অন্যের সেবার কাজে ব্যবহার করো। খাজানাকে ব্যবহার করলে অনুভবী মূর্ত হতে থাকবে। প্রথমে

শোনা, তারপর অন্তর্লীন করা এবং সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করা – এই বিধির দ্বারা অনুভবের অথরিটি হতে পারবে। যেমন শুনতে খুব ভালো লাগে, পয়েন্টগুলোও বেশ ভালো আর শক্তিশালী, সেইরকম এইগুলোকে ব্যবহার করে শক্তিশালী বিজয়ী হয়ে যাও। তাহলেই অনুভবী মূর্ত বলা যাবে।

*স্লোগান:– *গুণবান তাকেই বলা হয় যে নিন্দুককেও গুণের মালা পরিয়ে দেয়*